২০-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে মন খুলে নিজ অবস্থার খবরাখবর দাও। আন্তরিক ভাবে সৎ এবং খোলা মনের হলেই বাবার স্মৃতি স্থায়ী হবে"

প্রশ্ন : - বর্তমান সময়ে ছোট-বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোন্ কথা তোমরা বলতে পার না ?

উত্তর : - বাবা, তাড়াতাড়ি কর, এখন আমরা ঘরে যাব, এখানে তো অনেক দুঃখ। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা কখনো এইরকম কথা বলতে পার না। কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরের সামনে বসে আছ। তোমরা এখন শীতল কোলে আশ্রয় পেয়েছ। এখন তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু হয়েছ। সত্যযুগে তো ডিগ্রী কম হয়ে যাবে। তখন দৈবী-সন্তান হবে, কিন্তু ঈশ্বরীয় সন্তান হবে না। তাই তোমরা এখন তাড়াতাড়ি কর বলতে পার না।

গীত:- তুম্হারে বুলানে কো জী চাহতা হ্যায়, মুকদ্দর বানানে কো জী চাহতা হ্যায় ...
তোমাকে ডাকতে যে আজ মন চায়
ভাগ্য বানাতে যে আজ মন চায়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, যারা এতদিন আহ্বান করে এসেছে, তারা এখন জেনে গেছে। ভক্তরা ভগবানকে আহ্বান করে। তোমরা তো এখন আর ভক্ত নয়। তোমরা হলে সন্তান। বাচ্চারাও তো স্মরণও করে। বাচ্চারা পত্রতে লেখে- বাবা, আমরা তোমার সামনে বসে শুনতে চাই। নিমন্ত্রণ করতে থাকে- বাবা, তোমার সামনে বসে শুনব। কিন্তু ব্রহ্মা-মুখ ছাড়া তো ডাইরেক্ট শোনা সম্ভব নয়। বাচ্চারা জানে যে বাবা আগের কল্পের মতো আবার এসেছেন। কত ভালো একটা নাম দেওয়া হয়েছে- 'ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ'। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীর সংখ্যা তো অনেক। তারা জ্ঞান পেয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তাঁকেই সুখের সাগর বলা হয়। গায়ন আছে- 'দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী'। শিববাবা-ই হলেন এইরকম। কত ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। অনেক রকমের গায়ন রয়েছে। বলতে থাকে- 'হর হর' অর্থাৎ দুঃখ হরণ কর। ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই এইরকম বলে। কিন্তু ভগবানের ঠিকানা জানে না বলে এইসব কথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের উদ্দেশ্য বলে দেয়। দেব-দেব মহাদেব। শিবকে ভুলে গিয়ে শঙ্করের উদ্দেশ্য বলে দেয়- 'হর-হর মহাদেব...'। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে তো মহাদেব বলা যাবে না। ওরা তো স্থূল ভাবে অভিনয় করতে এসে। শঙ্কর তো সূক্ষ্মবতনেই থাকে। কেবল নিরাকার ভগবান-ই হলেন দুঃখ হরণকারী পতিত-পাবন। শঙ্করকে পতিত-পাবন বলা যাবে না। সকল মহিমা কেবল একজনের। বিষ্ণুর দুই রূপ হল রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ন, যাদের আলাদা-আলাদা জন্ম হয়। বিষ্ণু অবতরণেরও গায়ন আছে। চতুর্ভুজ দেখানো হয়। কিন্তু কেউই এটা জানে না যে প্রিন্স-প্রিন্সেস রাধা কৃষ্ণই স্বর্গে প্রথম লক্ষ্মী নারায়ন হয়। কেবল তোমরাই এইসব জানো। তোমরা এটাও জানো যে সূক্ষ্মভাবে মায়ার প্রবল তুফান আসে। মায়া ভুলিয়ে দেয়, অনেক ঝড়-ঝাপটা নিয়ে আসে। বাচ্চারা যদি খোলা মনে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। অনেক রকমের তুফান আসে। অনেক রকমের স্বপ্ন এবং খারাপ বিকারী সংকল্প আসে। তুফানকে হ্যারিকেন বলা হয়। ব্রহ্মাবাবা তো এমনিতেই সুপ্রসিদ্ধ। তার উপর আবার শিববাবা প্রবেশ করেছেন। তাই তিনি এখন আরও বিখ্যাত হয়ে

গেছেন। মানুষ যেমন দেশে থাকে, তাদের পোশাকও সেইরকম হয়। এখন তো কেউ খোঁড়া, কেউ কুঁজো, কারোর আবার চোখ নেই। ওখানে তো নেচারেল বিউটি থাকবে। কারণ ওখানে পঞ্চতত্ব সতোপ্রধান হবে। সম্মুখে বসে এইসব জ্ঞান শোনার জন্য বাচ্চারা নিমন্ত্রণ জানায়। গীতাতেও কিছু কিছু কথা সঠিক আছে। যেমন দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে মন্দির গুলো তো আছে, তাই না? সকল ধর্মেই কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। কেবল তোমরা বাচ্চারাই এতে বুঝেছ যে নিরাকার ভগবানকেই উঁচুর থেকেও উঁচু বলা হয়। কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই গায়ন করা হয়। এটা হল সঙ্গমযুগ। এই সময়ে আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। অনেক আত্মা আছে। ক্রমশ বৃদ্ধি হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে শুনছ। অন্যদেরও ইচ্ছে হয় যে সামনে বসে শুনব। কিন্তু এখানে আসতে পারে না, বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোনো সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য কেউ কাউকে বারণ করে না। বোম্বাই তে গীতা শোনানো হয়। সেখানে যে কোনো ধর্মের মানুষ যেতে পারে। কোনো ফিজ (মূল্য) নেওয়া হয় না। এছাড়া আরও অনেক ধরনের গুরুর কাছে যায় যাতে কোনো সহজ মার্গ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু কেউই মুক্তি এবং জীবনমুক্তির রাস্তা জানে না, তাই অনেক খুঁজতে থাকে। এখানে তো কোনো গুরু-গোসাই নেই। কেবল ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা আছে। কোনো মহাত্মা নেই। যেমন তোমরা আছ, সেইরকম এই ঠাকুরদাদাও আছেন। কোনো পার্থক্য নেই। পোশাক ইত্যাদিতেও কোনো পার্থক্য নেই। এই শালটাও কখনো কখনো খুলে দিই। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এটা হল অফিসিয়াল ড্রেস। ড্রেসটাকে দেখলে হবে না। বুদ্ধি শিববাবার দিকে চলে যায়। অন্যান্য মানুষ তো এই শরীরটাকে দেখবে। তোমরা নিজের শরীরটাকেও ভুলছ এবং এই ঠাকুরদাদার শরীরটাকেও ভুলছ। দেহী-অভিমানী হতে হবে। এনার শরীরটাকে স্মরণ করতে হবে না। শিববাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে রাজযোগ শেখান। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী। তিনি এখন বসে আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন।

বৃদ্ধাদের জন্যেও এই জ্ঞান খুবই সহজ। দুনিয়ার স্কুলে তো বুড়ি মাতারা কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু এই জ্ঞান সকলের জন্যই সহজ। বাবা কেবল বলেন-আমাকে স্মরণ কর। যেমন মৃত্যুর আগে মানুষকে বলা হয় 'রাম-রাম' বল। অধিকাংশ মানুষ বানপ্রস্থের পরেই গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেয়। কিন্তু বাবা এখন বলছেন, সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। বৃদ্ধ-যুবক-বাচ্চা সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না। মানুষ জিজ্ঞেস করবে- তোমরা কি সকলের মৃত্যু নিয়ে আসার জন্য কি প্রস্তুত হয়ে গেছ? কিন্তু সকলের মৃত্যু তো হবেই। কোনো কোনো বাচ্চা প্রশ্ন করে- বাবা, এখানে আর কতদিন থাকব? আমরা তাড়াতাড়ি যেতে চাই। এখানে খুব দুঃখ। ভবিষ্যতেও এইরকম বলবে। বাবা বলছেন, এইরকম কেন বলছ? আরে, এখন তো তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে রয়েছ। এরপরে তো ডিগ্রী কমে যাবে। ওখানে গিয়ে দৈব-সন্তান হবে। এখন এই শীতল কোল তো খুবই আরামদায়ক। ওখানে (স্বর্গে) কেবল শীতলতাই থাকবে। কিন্তু এখানে তো গরমকেও শীতল করা হয়। এইরকম বলা উচিত নয় যে তাড়াতাড়ি কর। এখন তো আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু। সকল গায়ন তো এই সময়ের জন্যই। দিলওয়াড়া মন্দিরও এই সময়ের স্মৃতি চিহ্ন। বাবা সৃষ্টির সকল আত্মাদের হৃদয় জিতে নেন। দিলওয়াড়া মন্দির সকলের জন্য। আত্মা তার শরীরের দ্বারা আহ্বান করে- বাবা, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে নুতন বানাও, আমরা পুরাতন হয়ে গেছি। আত্মা এবং শরীর দুটোই পুরাতন। আত্মা এখন বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ হয়ে গেছে। মানুষদেরকে তো অন্ধ বলা যাবে না। তাদের তো চোখ আছে। কিন্তু বুদ্ধি অন্ধ হয়ে গেছে। স্মরণ করার জন্য আত্মার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, সে সবকিছু ভুলে গেছে। গোপীদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো কোনো জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পাঠায়। যেসকল গোপীরা বন্ধনে আছে, তারা ছোট ছোট গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ

পাঠায়। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, সত্যযুগে গৃহস্থ আশ্রম ছিল, সকলে পবিত্র ছিল। এখন তো বিষের জন্য কত ঝামেলা করে। এটা বুঝতেই পারে না যে এখানে নির্বিকারী বানানো হয়। নির্বিকারী হলে কি হওয়া যাবে সেটাও জানে না। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র হওয়ার জন্য পালিয়ে যায়। কিন্তু ওরা জানেই না যে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাব। ওরা এইসব কথা বিশ্বাস করে না। বর্তমানে এত দুঃখ হওয়ার জন্য ওরা ভাবে যে এর থেকে মোক্ষ বা মুক্তি অনেক ভাল। বাবা বুঝিয়েছেন, এই ড্রামাতে কেউই মোক্ষ বা মুক্তি পেতে পারে না। তোমরা এখন জেনেছ। বাবা বলছেন, কেবল এইটা স্মরণ কর যে আমাদের 84 জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এখন বাবা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা স্মরণ না করলে অনেক ঝড়-ঝাপটা আসবে। বিবেক বলে- নিরন্তর স্মরণে থাকা খুবই কঠিন। যদিও বাবা বলেছেন যে আমরা হলাম কর্মযোগী, কিন্তু দেখা গেছে যে কর্ম করার সময়ে বাবা স্মৃতিতে থাকে না। এইরকম অবস্থা হওয়ার জন্য টাইম লাগে। এর জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। কলেজে যারা খুব পুরুষার্থ করে, তাদের সারা রাত-দিন পড়াশুনা করার হবি থাকে। তারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে স্কলারশিপ নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টা করে। তারপর খুব খুশী হয়ে যায়। এখানে বাবাও বলছেন - তোমরাও ভালোভাবে পড়াশুনা করে স্কলারশিপ নিয়ে নাও। আগে সিংহাসনের আসীন হয়ে যাও। জোরে দৌড় লাগাতে হবে। তোমরা জানো যে এখন বাবা সম্মুখে বসে আছেন। তিনি ডাইরেক্ট এই রথে বসে থেকে "বাচ্চা-বাচ্চা" বলছেন এবং কথা বলছেন। ব্রহ্মার শরীর হল মুখ্য। বাবা বলছেন, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা এতদিন ধরে আহ্বান করতে- বাবা, তুমি এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার। আমিও নিরাকার। তোমরা ভক্তিমার্গে বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল অনুমান করে স্মরণ করতে। এখন সামনে বসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তোমাদের তো নিজস্ব শরীর অর্থাৎ আধার আছে। আমাকে এই শরীরটা লোন নিতে হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন- এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা কর। যদি অন্য কিছু স্মরণে আসতে থাকে, তাহলে শাস্তি পেতে হবে। যতটা সম্ভব অন্যদের স্মৃতি ভুলে যাও। যাত্রাতে যাওয়ার সময়ে তো কেবল সেই কথাই স্মরণে থাকে। ব্যাস, আর একটু গেলেই আমরা শ্রীনাথদ্বারে পৌঁছে যাব। তোমাদের এই যাত্রা হল সত্যিকারের রুহানি যাত্রা। আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগায়। তারপর শরীর নির্বাহের প্রয়োজনে কর্ম করার জন্য এখানে আসা যাওয়া করে। যেখানেই থাক না কেন, বাবা যেন সর্বদা স্মৃতিতে থাকে। তোমরা জানো যে ভগবান সর্বব্যাপী নয়। তিনি হলেন বাবা। বাবার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী বলে দিলে তো তার কোনো অর্থই হয় না। বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতে হয়। বাবা নিজে কখনো উত্তরাধিকার পাওয়ার আশা রাখে না। কিন্তু বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার আশা রাখে। এই বাবার অন্তরেও আছে যে আমাকে উত্তরাধিকার দিতে হবে। এটা হল বাবা বাচ্চার সম্বন্ধ। বাচ্চারা উত্তরাধিকার নেবে, আর বাবা উত্তরাধিকার দেবেন। বাবা আর কি নেবেন! তিনি তো কেবল দেবেন। সৎ আত্মার ওপরে সাহেব রাজি হন। তাই অনেক সৎ হতে হবে। তোমরা সবাই সন্তান। তাই যিনি উত্তরাধিকার দেন, সেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যারা কাঁচা বাচ্চা, তাদের বাবার স্মরণ স্থায়ী হয় না। শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্ম কর, কিন্তু অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের স্মরণের যাত্রা রেজিস্টার সঠিক হতে থাকলে খুশিও স্থায়ী হবে। মানুষের যেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় সেটাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বুদ্ধিতে থাকতে হবে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নাটকও সম্পূর্ণ । এখন আমরা আমাদের গৃহে ফিরে যাব। সেইজন্য বাবা বলেন - "আমাকে স্মরণ করো" । গীতাতেও দুই বার "মন্মনাভব" শব্দটি লিখা রয়েছে। যদিও কিছু কিছু সত্য কথা রয়েছে তাতে, যেমন আটকাতে যেটুকু নুন।

অন্যান্য ধর্মের লোকেদের কাছে চিত্র ইত্যাদি কিছুই নেই, তোমাদের চিত্র রয়েছে (মন্দিরে মন্দিরে দেব দেবীদের মূর্তি বা চিত্র)। আজমের ব্রহ্মারও চিত্র রয়েছে। ব্রাহ্মণও অনেক প্রকারের হয়।. তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। কত প্রকারের ভাষাই রয়েছে দেখো ! বাচ্চারা জানে যে, আমাদের রাজধানীতে একটিই ভাষা থাকবে। সেখানকার ভাষাই হবে অন্য রকম। সংস্কৃত ইত্যাদি নয়। বাচ্চারা (যখন তারা সাক্ষাৎকার করতেন) সেখানকার ভাষা ইত্যাদিও এসে শোনাত। বাচ্চারা, এখন তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। আর সেখানে আমাদের নিজেদের ভাষা হবে । এখানকার ভাষা ওখানে থাকতে পারে না। সৃষ্টি নাটকের চিত্রনাট্য অনুযায়ী আবার তারাই রাজমহল ইত্যাদি বানাবে । এখানে যেমন ব্রিটিশ সরকার নতুন দিল্লি বানিয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা দিল্লি নাম রাখব না। এই পুরোনো দুনিয়া তো খতম হয়ে যাবে। আমাদের একেবারে নতুন দুনিয়া চাই। সেখানে যে হীরে মণি মাণিক্যের প্রাসাদ বানানো হবে। এখন তো সেই সব প্রাসাদ নেই। আমাদের বুদ্ধি বলে আমরা অনেক ফার্স্ট ক্লাস প্রাসাদ বানাবো।. এটা তো হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। নিজেদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা করা উচিত। দিদি, ভাই – আমরা সেই দুনিয়ায় যাব, যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের রাজধানীতে প্রজা পালন করব। এমন এমন পোষাক ইত্যাদি পড়ব। আগে প্রত্যেকে সত্যিকারের গয়নাগাটি পড়ত। লক্ষ্মী – নারায়ণের মন্দিরে কত কত গয়না থাকবে ! শিবের মন্দির কেমন হবে ? শিবলিঙ্গও হীরের বানাত । এসবও হল বোঝার বিষয়। আমাদের শিববাবার মন্দিরকে মুসলিমরা এসে কত বার লুন্ঠন করেছে ! যা কিনা ভক্তি মার্গের শুরুতে বানানো হয়েছিল। তোমরা জানো যে, দ্বাপর যুগে শিববাবার মন্দির বানানো হয়েছিল। নিজেই পূজ্য থেকে তারপর পূজারী হয়ে যায়। সবার প্রথমে সোমনাথের মন্দির বানান হয়েছিল । সোমরস বলা হয় নলেজকে। সেই নলেজ প্রদানকারী হলেন শিববাবা, যার দ্বারা তোমরা ধনী হয়ে যাও। তারপর সেই ধনের দ্বারাই সেই শিববাবার মন্দির বানিয়ে থাকো । পূজা ও তো হবে, তাই না ! বাড়িতে বাড়িতে মন্দির বানায়। তোমরা জানো যে, যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে, তখন তোমরাই পূজারী হয়ে মূর্তি ইত্যাদি বানাবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে – আমরা এখন প্রেমিকা (আশিক) হয়েছি প্রীতম (মাশুক) পরমাত্মার । ওঁনার থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য। বাইরের দুনিয়ায় তারা বিকারের জন্য প্রেমিক – প্রেমিকা হয়। আর এ হল আত্মা, পরমাত্মার জন্য যে প্রেমিকা হয়। দেখতে তো পাও – সকল ভক্ত তাঁকেই স্মরণ করে। সেই প্রীতমের মহিমা অনেক মহান ! যে সব প্রেমিকার পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে তিনি পবিত্র বানান। আত্মা–ই পতিত, আত্মা–ই পবিত্র হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা –পিতা, বাপ–দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : –

১ ) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য ভালো ভাবে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে হবে, সিংহাসনে বসার জন্য রেস লাগাতে হবে। কাজকর্ম করতে করতেও তারই স্মরণে থাকতে হবে।

২ ) আমরা রয়েছি এক আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে, সেইজন্য অন্য সমস্ত কিছুকে বুদ্ধি থেকে নিষ্কাশিত করে দিয়ে একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। স্মরণের রেজিস্টার ঠিক রাখতে হবে।

বরদানঃ – আত্মিকতার (আধ্যাত্মিকতা, রুহানিয়ত) শক্তি দ্বারা দূরের আত্মাদেরকে সমীপতার অনুভব করাতে সমর্থ মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

বিজ্ঞানের উপকরণ গুলির দ্বারা যেমন দূরের সব কিছুই কাছে অনুভব করা যায়, তেমনই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা দূরের যে কোনও বস্তুকেই কাছে অনুভব করা সম্ভব। যেমন যে সব আত্মারা আমাদের সাথে রয়েছে, তাদেরকে যেমন আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই, তাদের কথা শুনতে পাই, তাদের সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারি, সহযোগের আদান প্রদান করতে পারি, তেমনই আধ্যাত্মিকতার (রুহানিয়তের) শক্তি দ্বারা দূরের আত্মাদেরও সমীপ অনুভব করানো সম্ভব। কেবল তার জন্য মাস্টার সর্বশক্তিমান, সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ স্থিতিতে থাকো আর সংকল্প শক্তিকে স্বচ্ছ বানাও।

স্লোগানঃ – নিজের প্রতিটি সংকল্প, বোল আর কর্ম দ্বারা অন্যদেরও অনুপ্রেরণা প্রদানকারীই হল প্রেরণার প্রতিমূর্তি।